বাংলাদেশ দূতাবাস
রোম, ইতালি

সাধারণ জিজ্ঞাসা

১। মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্ট দিয়ে কি জাতীয় পরিচয়পত্রের আবেদন করা যাবে?
উত্তরঃ না। পাসপোর্টের মেয়াদ না থাকলে, নতুন পাসপোর্টের আবেদন করতে হবে এবং নতুন পাসপোর্ট পাওয়ার পর, জাতীয় পরিচয়পত্রের জন্য আবেদন করা যাবে।

২। জন্মনিবন্ধন ও পাসপোর্টের তথ্যের অমিল থাকলে জাতীয় পরিচয়পত্র আবেদন করা যাবে?
উত্তরঃ না। পাসপোর্ট ও জন্মনিবন্ধনের তথ্য অমিল থাকলে, জন্মনিবন্ধন সংশোধন করে জাতীয় পরিচয়পত্র আবেদন করা যেতে পারে।

৩। জাতীয় পরিচয়পত্রের আবেদন ফরম কি হাতে লিখে পূরণ করার সুযোগ আছে?
উত্তরঃ না। জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের ওয়েবসাইটঃ **services.nidw.gov.bd** -এ প্রবেশ করে আবেদন ফরম বাংলায় বাংলায় ইউনিকোড ফন্ট ব্যবহার করে পূরণ করতে হবে।

৪। জাতীয় পরিচয়পত্রের আবেদনে 'প্রবাসের ঠিকানা' কি হবে?
উত্তরঃ প্রবাসের ঠিকানা হবে ব্যক্তির ইতালিয় ঠিকানা।

৫। জাতীয় পরিচয়পত্রের আবেদনে 'বর্তমান ঠিকানা' কি হবে?
উত্তরঃ বর্তমান ঠিকানা হবে ব্যক্তির বাংলাদেশের এমন কোন ঠিকানা, যেখানে প্রবাসী ব্যক্তির নিকটাত্মীয়রা বসবাস করেন।

৬। জাতীয় পরিচয়পত্রের আবেদনে 'স্থায়ী ঠিকানা' কি হবে?
উত্তরঃ স্থায়ী ঠিকানা হবে আবেদনকারী প্রবাসী ব্যক্তির বাংলাদেশের এমন ঠিকানা যেখানে প্রবাসী ব্যক্তির বা তার পরিবারের স্থাবর/ অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে অথবা আবেদনকারী এক টানা দশ বছরকাল বসবাস করেছেন। প্রবাসী আবেদনকারী বাংলাদেশে নিজ নামে কোন সম্পদ ক্রয় করে থাকলে, সেই ঠিকানাও স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা একই বা আলাদা হতে পারে।

৭। জাতীয় পরিচয়পত্রের আবেদনের কোন ঠিকানায় ভোটার হওয়া যাবে?
উত্তরঃ অনলাইন আবেদনে আবেদনকারী বর্তমান / স্থায়ী- কোন ঠিকানায় ভোটার হতে ইচ্ছুক - তা নিজেই নির্বাচন করতে পারবেন। যে ঠিকানায় ভোটার হতে ইচ্ছুক, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাচন অফিসে তার আবেদনের তদন্তের কাজ হবে।

৮। দূতাবাসে জাতীয় পরিচয়পত্র আবেদনের জন্য সর্বনিম্ন কত বয়স হওয়া প্রয়োজন?
উত্তরঃ সর্বনিম্ন ১৮ বছর ।

৯। জাতীয় পরিচয়পত্রের অনলাইন আবেদনের সাথে কি কোন কাগজপত্র স্ক্যান করে জমা দিতে হবে?
উত্তরঃ না। অনলাইন আবেদনের সাথে কোন কাগজপত্রের স্ক্যান কপি জমা দেওয়ার সুযোগ নেই। পূরণকৃত আবেদন ফরমের প্রিন্টেড কপি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দূতাবাসে এসে জমা দিতে হবে।

বাংলাদেশ দূতাবাস
রোম, ইতালি

১০। যাদের পূর্বে জাতীয় পরিচয়পত্র ছিলো, কিন্তু হারিয়ে গিয়েছে, তারা কি নতুন জাতীয় পরিচয়পত্রের জন্য আবেদন করতে পারবে?

উত্তরঃ না। জাতীয় পরিচয়পত্র হারিয়ে গেলে নতুন জাতীয় পরিচয়পত্রের জন্য আবেদনের সুযোগ নেই।

১১। জাতীয় পরিচয়পত্রের আবেদনের সাথে দূতাবাসে কি কি কাগজপত্র জমা দিতে হবে?

উত্তরঃ অনলাইনে জাতীয় পরিচয়পত্রের আবেদন ফরম পূরণ করে তা প্রিন্ট করে দূতাবাসের ওয়েবসাইট হতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সংগ্রহ করে নির্ধারিত তারিখে নিম্নলিখিত কাগজপত্রসহ দূতাবাসে আসতে হবেঃ

- অনলাইনে পূরণকৃত আবেদনপত্র (ফরম ২(ক))
- মেয়াদ সম্বলিত বাংলাদেশী পাসপোর্ট এর কপি
- অনলাইন জন্মনিবন্ধন সনদের কপি
- এক কপি সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি

১২। জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য সংশোধনের সুযোগ রয়েছে কি?

উত্তরঃ জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য দূতাবাস হতে সংশোধনের সুযোগ নেই।

১৩। জাতীয় পরিচয়পত্রের আবেদনের জন্য দূতাবাসে কত ফি জমা দিতে হবে?

উত্তরঃ দূতাবাসে জাতীয় পরিচয়পত্র আবেদনের কোন ফি নেওয়া হবে না।

১৪। জাতীয় পরিচয়পত্র কখন কিভাবে পাওয়া যাবে?

উত্তরঃ দূতাবাসে বায়োমেট্রিক নিবন্ধন ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা প্রদানের পর প্রবাসী নাগরিকের তথ্য যাচাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা পর্যায়ে তদন্ত হবে। পজিটিভ তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর বায়োমেট্রিক তথ্য যাচাইয়ের পর জাতীয় পরিচয় পত্র প্রস্তুত হলে, আবেদনের সময় দেওয়া ইতালিয় মোবাইল নাম্বারে মেসেজ আসবে। আবেদনকারী নিজেই অনলাইনে প্রবেশ করে জাতীয় পরিচয়পত্র ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এবং প্রিন্ট করে ব্যবহার করতে পারবেন। **ডাউনলোডকৃত জাতীয় পরিচয়পত্রের সফটকপি অবশ্যই সেইভ করে রাখতে হবে। অন্যথায়, পুনরায় ডাউনলোডের জন্য রি-ইস্যু আবেদন করতে হবে।**
স্মার্ট কার্ড প্রিন্ট হয়ে ঢাকা থেকে আসলে ওয়েবসাইট ও ফেইসবুকের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং তা দূতাবাস থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

১৫। জাতীয় পরিচয়পত্রের আবেদনের সময় কি দূতাবাসে মূল পাসপোর্ট আনতে হবে?

উত্তরঃ জ্বি। আবেদনের প্রিন্ট কপি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দূতাবাসে উপস্থিত হয়ে জমা প্রদানের সময় অবশ্যই পাসপোর্টের মূল কপি আনতে হবে এবং প্রদর্শন করতে হবে।

১৬। জাতীয় পরিচয়পত্র আবেদনের ক্ষেত্রে 'বিশেষ এলাকা' বলতে কি বোঝায়?

উত্তরঃ দেশের নিম্নবর্ণিত চার জেলার ৩২ (বত্রিশ) উপজেলাকে 'বিশেষ এলাকা' হিসেবে গণ্য করা হবেঃ

কক্সবাজার (০৮টি)	কক্সবাজার সদর, চকোরিয়া, টেকনাফ, রামু, পেকুয়া, উখিয়া, মহেশখালী ও কুতুবদিয়া
বান্দরবান (০৭টি)	বান্দরবান সদর, রুমা, থানচি, বোয়াংছড়ি, আলীকদম, লামা, নাইক্ষ্যংছড়ি
রাঙামাটি (০৮টি)	রাঙামাটি সদর, লংগদু, রাজস্থলী, বিলাইছড়ি, কাপ্তাই, বাঘাইছড়ি, জুরাছড়ি, বরকল
চট্টগ্রাম (০৯টি)	বোয়ালখালী, পটিয়া, আনোয়ারা, চন্দনাইশ, সাতকানিয়া, লোহাগড়া, বাঁশখালী, রাঙ্গুনিয়া ও কর্ণফুলী

বাংলাদেশ দূতাবাস
রোম, ইতালি

১৭। 'বিশেষ এলাকা'র আবেদনকারীকে কি কোন অতিরিক্ত আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে?

উত্তরঃ জ্বি। উপরোল্লিখিত 'বিশেষ এলাকা'র আবেদনকারীকে www.rome.mofa.gov.bd ওয়েবসাইট থেকে **'বিশেষ এলাকার তথ্য ফরম'** ডাউনলোড করে তা পূরণ করে আবেদনের সাথে জমা দিতে হবে।

১৮। জাতীয় পরিচয়পত্রের আবেদনের মোট কয়টি মোবাইল নম্বর দিতে হবে?

উত্তরঃ ইতালি থেকে জাতীয় পরিচয়পত্র আবেদনের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর ইতালিয় মোবাইল নম্বর ছাড়াও বাংলাদেশে অবস্থানকারী অন্ততঃ দুইজন নিকটাত্মীয়ের মোবাইল নম্বর প্রদান করা প্রয়োজন।